কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 08 NOV 2017
... কলাম ...

আগামী জুনের মধ্যে জরাজীর্ণ সব স্কুল মেরামত করা হবে

মোস্তাক আহমদ ▷

২০১৮ সালের জুনের মধ্যে দেশের জরাজীর্ণ সব বিদ্যালয় মেরামত করে শ্রেণিকক্ষকে শিক্ষা উপযোগী করে তৈরি করা হবে। এক হাজার ৫৫০ বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার চলতি কাজ এই মাসের মধ্যে শেষ করা হবে। আরো এক হাজার নতুন বিদ্যালয় নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে সরকার। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। সম্প্রতি কালের কণ্ঠকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান এসব কথা বলেন।

কালের কণ্ঠ এক প্রশ্নের জবাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, দেশের সব শিশুকে যথাযথ শিক্ষার সুযোগ প্রদানে সরকার বহুমুখী শিক্ষার উন্নয়ন এবং শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য যা যা করা প্রয়োজন, সবই করা হবে। সব শিশুকে বিদ্যালয়মুখী করতে নতুন নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ, মেধাবীদের শিক্ষাবৃত্তিসহ বর্তমান সরকার নানামুখী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী অগ্রাধিকারভিত্তিক ঢাকা শহরের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়কে দৃষ্টিনন্দন করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই সেখানে ফ্রি বিদ্যুৎ সংযোগ এবং যেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া সম্ভব নয় সেখানে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, সারা দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৬৫ হাজার। এসব বিদ্যালয়ে বর্তমানে ১১ হাজার প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সব মিলিয়ে প্রায় ৩২ হাজার সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য হবে। এসব পদে নিয়োগ দিতে চেষ্টা করা হচ্ছে। ৩৪তম বিসিএসের চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও যাঁরা ক্যাডার পাননি, তাঁদের মধ্যে থেকে ৪৭০ জনকে সম্প্রতি দ্বিতীয় শ্রেণির নন-ক্যাডার পদে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ১২তম বেতন স্কেলে বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁদের পদায়ন করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী বলেন,